

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হস্তান্তরিত প্রযুক্তির তালিকা

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	হালকা বুন্টের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারাঃ আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান	<p>ভূমিকা: বাংলাদেশে একদিকে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য অল্প জমিতে বেশী ফসল ফলানোর বিকল্প নেই। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে একই জমিতে বছরে ৩টির জায়গায় ৪টি ফসল ফলাতে পারলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বেশীরভাগ জমি উচ্চ এবং মাটি বেলে-দোঁশ প্রকৃতির। এ মাটির পানি-নিষ্কাষণ খুব ভালো হওয়ায় এবং শীতকালের আগেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলুর ভালো দাম পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক অস্তোবর মাসের মধ্যে আলু বীজ রোপন করে। আগাম আলু রোপন করতে হবে বলে অনেক সময় আমন মৌসুমে জমি পতিত থাকে। অথচ স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধানের চাষ করেও আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। খরিফ-২ মৌসুমে যেমন বেশীর ভাগ কৃষক আমন ধান আবাদ করে তেমনি আগাম আলু আবাদ করার পর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার কিছু সংখ্যক কৃষক গমের আবাদ করে। গমের পরে খরিফ-১ মৌসুমে লাভজনকভাবে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা সম্ভব। আগাম আলু, তাপসহিষ্ণু জাতের গম, হাইব্রিড ভুট্টা এবং স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধান- এই ৪টি ফসল গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে একই জমিতে পর পর ৪ বছর সফলভাবে আবাদ করা হয় এবং আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান ফসল-ধারাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সুপারিশ করা হয়।</p> <p>প্রযুক্তির বিবরণ: আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিপ-২) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন বিনাখান- ৭ বা ১৫ অথবা বি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা বি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অস্তোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বা সাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।</p> <p>প্রযুক্তি হতে ফলন: এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ২২,১৬১ কেজি গমের সমতুল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ২,২০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৭৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।</p> <p>প্রয়োগের স্থান: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুন্টের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘন ঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা খুব লাভজনক।</p>
২.	জিংক সমৃদ্ধ ও রাস্ট রোগ প্রতিরোধী নতুন জাতের বারি গম ৩৩ এর বীজ হার নির্ধারণ	<p>ভূমিকা: গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উন্নতিপূর্ণ বারি গম ৩৩ গমের প্রথম রাস্ট রোগ প্রতিরোধী জিংক সমৃদ্ধ জাত। KACHU এবং SOLALA জাতের মধ্যে সিমিটে সংকরায়নকৃত এজাতটি হারভেন্ট প্লাস ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০১৩ সালে এদেশে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাইয়ের পর এ কোলিক সারিটি বিএড়েলিউ ১২৬০ নামে নির্বাচন করা হয়। কোলিক সারিটি বতিন নাসারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় জাত হিসেবে অবমুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। জাতটি জিংক সমৃদ্ধ এবং দানায় জিংকের মাত্রা ৫০-৫৫ পিপিএম। এই জাতের</p>

	<p>দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম) হওয়া সত্ত্বেও এই জাতের কুশি কম হওয়ায় জমিতে মোট গাছের সংখ্যা কমে যায়। এজন্য বারি গম ৩৩ এর বীজ হার নির্ধারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।</p> <p>প্রযুক্তির বিবরণ: ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সালে দিনাজপুর ও গাজীপুরে বারি গম ৩৩ জাতের ৫টি বীজ হার ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় যথাঃ ১২০ কেজি/হে., ১৩০ কেজি/হে., ১৪০ কেজি/হে., ১৫০ কেজি/হে., ও ১৬০ কেজি/হে।</p> <p>প্রযুক্তি হতে ফলন: ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সালে দিনাজপুর ও গাজীপুরের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বারি গম ৩৩ এর ১৪০ কেজি/হে. ও ১৫০ কেজি/হে. বীজ হার ব্যবহার করে সর্বচ্চ গড় ফলন পাওয়া যায় (৫.২১ টন/হে.)। অর্থনৈতিক ভাবে এই দুটি বীজ হার ব্যবহার করে প্রায় একই বিসিআর যথাঃ ১৪০ কেজি/হে. (১.৩২) ও ১৫০ কেজি/হে. (১.৩১) পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, ১৪০ কেজি/হে. বীজ হার ব্যবহার করে সর্বচ্চ এমবিসিআর পাওয়া গেছে (১৯.৪৪)। অতএব, বারি গম ৩৩ এর উপযোগী বীজ হার ১৪০ কেজি/হে।</p> <p>প্রয়োগের স্থান: দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র এলাকায় এই বীজ হার ব্যবহার উপযোগী।</p>
--	---